بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

বিরুদ্ধবাদী আলেমরা আহমদীয়াতকে নির্মূল করার চেষ্টা করে আসছে কিন্তু তবুও জামা'তের উন্নতি অব্যাহত । আর আজও এরা এমন অপচেষ্টা করছে এবং করবে কিন্তু ঐশী তকদীর হলো মহানবী (সা.) এর এই নিবেদিত প্রাণ দাসের জামাত উন্নতি করছে এবং করে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ২২শে এপ্রিল ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করছিলেন যে, মানুষের জন্য দু'টো জিনিসের পরিচ্ছন্নতা অত্যাবশ্যক, একটি হলো চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা আর অপরটি সূক্ষ্ম আবেগ অনুভূতি এবং পুন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত আবেগ অনুভূতির পরিচ্ছন্নতা। হৃদয়ের সাময়িক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে মানুষের সুগভীর আবেগ অনুভূতি সংক্রান্ত চেতনা বা সচেতনতা অর্জন হয় না। স্থায়ী, পাক এবং পূত আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি হয় হৃদয়ের পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং পরিচ্ছন্নতার কল্যাণে অর্থাৎ চিন্তা ধারার পরিচ্ছন্নতা বা চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার সবসময় পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ থাকা, যাকে আরাবীতে **'তানভীর'** বলা হয় এবংযা মনমস্তিষ্কের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতার ফলে অর্জন হয়। 'তানভীর'এর অর্থ হলো মানুষের মাঝে এমন আলো সৃষ্টি হওয়া যার ফলে পূত এবং সঠিক ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হয়। চেষ্টার মাধ্যমে পবিত্র চিন্তা ধারা সৃষ্টি করাকে 'তানভীর' বলা হয় না বরং **'তানভীর'** হলো এমন যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া যার ফলে মাথায় সবসময় সঠিক চিন্তা ধারাই বিরাজ করে, কখনো ভ্রান্ত চিন্তা ধারা সৃষ্টি হয় না, আর এটি জানা কথা বা স্পষ্ট বিষয় যে, এই বিষয়গুলো অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং খোদার কৃপা গুণেই সৃষ্টি হয়। যাহোক এ প্রেক্ষাপটে তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বলেন,

আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, কোন সময় যখন তাঁকে ইসলামী আইন সংক্রান্ত কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা হতো, যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো তাদের স্মরণ থাকে যারা সবসময় এমন কাজে রত থাকে তাই প্রায় সময় তিনি বলতেন যে, যাও মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞেস কর বা অনেক সময় মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুমের নাম নিতেন যে, তাকে জিজ্ঞেস কর বা মৌলভী সৈয়্যদ আহসান সাহেবের নাম নিয়ে বলতেন যে, তাকে জিজ্ঞেস কর বা অন্য কোন মৌলভীর নাম নিতেন। আর কোন কোন সময় যখন তিনি দেখতেন যে, এই বিষয়ের সমাধান এমন কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে যেখানে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে পৃথিবীকে পথের দিশা দেয়া তাঁর জন্য আবশ্যক, তখন তিনি স্বয়ং এর উত্তর দিতেন, কিন্তু কোন বিষয়ের সম্পর্ক যদি সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে না থাকত তখন তিনি বলতেন যে, অমুক মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস কর। আর সেই মৌলভী সাহেব বৈঠকে উপস্থিত থাকলে তাকে বলতেন যে, মৌলভী সাহেব! এই বিষয়টির সমাধান কি? কিন্তু অনেক সময় যখন তিনি বলতেন যে, অমুক মৌলভী সাহেবের কাছে এই বিষয়টি জিজ্ঞেস কর তখন একই সাথে তিনি এটিও বলতেন যে, আমাদের ফিতরত বা প্রকৃতি অনুসারে এই বিষয়ের সমাধান এটি। আবার এটিও বলতেন যে, আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কোন বিষয়ে আমাদের যদি জানা নাও থাকে তবুও আমাদের ফিতরত থেকে এ সংক্রান্ত যে ধ্বনি উত্থিত হয় পরবর্তীতে হাদীস এবং সুন্নত থেকে সেই বিষয়টি ঠিক সেভাবেই প্রমাণিত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই বিষয়কেই 'তানভীর' বলা হয়। **'তানভীর'** হলো, মানুষের মন মস্তিষ্কে যে চিন্তা ধারাই উদয় হয় তা সঠিক হওয়া। এক প্রকার সুস্থতা হলো মানুষের এটি বলা যে, আমি সুস্থ্য আছি, আরেক প্রকার সুস্থতা হলো পরবর্তীতেও মানুষের সুস্থ্য থাকা। তো 'তানভীর'হলো চিন্তা ধারার সেই সুস্থতার নাম যার ফলে ভবিষ্যতে যে চিন্তা ধারাই মাথায় উদয় হয় তা যেন সঠিক হয়। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক চিন্তা ধারার জন্য আলোকিত চিন্তা ধারা আবশ্যক, আর আধ্যাত্মিভাবে আলোকিত হওয়ার জন্য তাকওয়া এবং পবিত্রতা আবশ্যক। সত্যিকার অর্থে মন মস্তিষ্কের প্রেক্ষাপটে 'তানভীর' শব্দের যে অর্থ রয়েছে হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে সেটিই তাকওয়ার অর্থ। মানুষ

সচরাচর পুণ্য এবং তাকওয়াকে এক ও অভিন্ন জিনিস মনে করে। অথচ নেকী বা পুণ্য হলো সেই নেক কর্ম যা আমরা ইতোমধ্যে করেছি বা করার ইচ্ছা রাখি। তাকওয়া হলো ভবিষ্যতে মানুষের ভেতর যে আবেগ অনুভূতিই সৃষ্টি হোক তা যেন নেক আর পূতঃ হয়। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মন মস্তিষ্কের সাথে চিন্তাধারা, ধ্যান ধারণা এবং অভিনিবেশ, এগুলোর সম্পর্ক আছে, এটিই'তানভীর' বা এটিকে বলা হয় আলোকিত হওয়া। আর আবেগ অনুভূতির বা আকর্ষণের সবসময় পুণ্যের দিকে আকর্ষণ থাকা এটিকে বলা হয় তাকওয়া। মানুষের চিন্তাধারা যদি আলোকিত হয় এবং হৃদয়ের তাকওয়া অর্জন হয়ে যায় তাহলে সে পাপের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। পাপের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে গেলে এমন মানুষ খোদার কৃপাভাজন হয়। যেভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন যে, সাধারণ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কোন কোন প্রশ্নকারীকে জামাতের অন্যান্য আলেমদের কাছে পাঠাতেন কিন্তু অনেক প্রশ্ন আছে যা বাহ্যত খুব ছোট এবং তুচ্ছ, এক্ষেত্রে তিনি জামাতের আলেমদেরও সংশোধন করতেন।

এ সম্পর্কে কাজী আমীর হোসেন সাহেব বলেন, প্রথম দিকে আমার বিশ্বাস ছিল যে, সফরে সাধারণ অবস্থায় নামায কসর করা বৈধ নয়, শুধু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ও ফিতনার ভয়ে নামায কসর করা বৈধ আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের সাথে এ বিষয়ে অনেক বিতর্কে লিপ্ত হতাম। কাজী সাহেব বলেন, সে সময়ে গুরুদাসপুরে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি মামলা বা মোকদ্দমা চলছিল, একবার আমিও সেখানে যাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে মৌলভী সাহেব অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)ও ছিলেন কিন্তু যখন যোহরের নামাযের সময় হয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে বলেন যে, আপনি নামায পড়ান অর্থাৎ কাজী সাহেবকে বলেন। তিনি বলেন, আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই যে, আজকে সুযোগ পেয়েছি, আমি আজকে নামায কসর করবো না, পুরো নামায পড়ব বা পড়াব,তাহলে এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। আমি পুরো নামায পড়লে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই কিছু বলবেন। কাজী সাহেব বলেন যে, আমি এই সিদ্ধান্ত করে আল্লাহু আকবর বলার জন্য হাত উঠাই আর এই মানসে হাত উঠাই যে, নামায কসর করবো না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার পেছনে ডান দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তাৎক্ষনিকভাবে এক পা এগিয়ে সামনে আসেন এবং আমার কানের কাছে তাঁর পবিত্র মুখ রেখে বলেন যে, কাজী সাহেব দুই রাকাতই পড়াবেন আশা করি। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করি যে, হুযূর! দু ই রাকাতই পড়াব। কাজী সাহেব বলেন যে, তখন থেকে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বা আমাদের মাসলার সমাধান হয়ে যায় আর আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করি।

হুজুর (আইঃ) বলেন কথা প্রসঙ্গে আমি এটিও বলতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন সময়ে ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদীও বর্ণনা করেছেন বা ফিকাহ্র বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন। এমন নয় যে, সব বিষয়েইসমাধানের জন্য তিনি আলেমদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন,তিনি নিজেও বিভিন্ন সময়ে সমাধান দিতেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সমস্ত ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন তা পাকিস্তানের নাযারাত ইশাআত **'ফিকহুল মসীহ্'** নামে ছাপিয়েছে। এতে বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল রয়েছে। এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে বন্ধুদের এই বই ক্রয় করা উচিত। আমি সময় পেলে বিভিন্ন সময় এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো।

জুমুআর নামাযের সাথে যদি আসরের নামায জমা করা হয় তাহলে জুমুআর নামাযের পূর্বের সুন্নত পড়া উচিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেন, এক বন্ধু বলেন যে, তিনি আমার সাথে এক সফরে ছিলেন, অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সাথে ছিলেন, আমি জুমুআ এবং আসরের নামায জমা করিয়েছি বা একত্রে পড়েছি আর জুমুআর পূর্বের সুন্নত গুলোও পড়েছি, তো এই উভয় কথাই সঠিক।একথাও সঠিক যে, নামায জমা হওয়ার ক্ষেত্রে বা একত্রে পড়ার ক্ষেত্রে সুন্নত মাফ হয়ে যায় আর এটিও সঠিক যে, রসূলে করীম (সা.) জুমুআর নামাযের পূর্বের সুন্নত গুলো পড়তেন, আর আমি সফরে তা পড়েছি এবং পড়ে থাকি। এর কারণ হলো জুমুআর নামাযের পূর্বে যে নফল পড়া হয় তা নামাযে যোহরের পূর্বের সুন্নত থেকে পৃথক। রসূলে করীম (সা.) জুমুআর সম্মানে এই সুন্নত প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সফরে জুমুআ পড়তেও দেখেছি আবার জুমুআ ছেড়ে দিতেও দেখেছি। সফরে যখন জুমুআ পড়া হয় আমি নামাযের পূর্বের সুন্নতগুলো পড়ি আর আমার মতামত হলো তা পড়া উচিত। সচরাচর এটিই ফতোয়া কেননা এটি সাধারণ সুন্নত থেকে ভিন্ন প্রকৃতির এবং জুমুআর সম্মানে তা পড়া হয়।

মানব জীবনে ব্যক্তিগত আনন্দের মুহূর্তও এসে থাকে আর সমষ্টিগতও আর দেশীয়ও। আনন্দের সময় আনন্দের বহিঃপ্রকাশও ঘটে থাকে কিন্তু অনেকেই এই ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির শিকার হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আনন্দের

বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে অঢেল খরচ করা হয় বা ধর্মের নামে বা অন্য কোন অজুহাতে আনন্দ প্রকাশকে সম্পূর্ণভাবে অবৈধ মনে করা হয়। ইসলাম এই উভয় মনোবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যিনি এ যুগে আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মধ্যম পন্থা শিখাতে এসেছেন, তিনি আমাদেরকে প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও পথের দিশা দিয়েছেন। ধর্মীয় বিষয়েও আর জাগতিক বিষয়েও। নামাযের কথাতো আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি এখন এক বাহ্যিক বা জাগতিক আনন্দের মুহূর্তে কিভাবে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত আর এই ক্ষেত্রে তিনি কি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যেই কর্ম পন্থা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা আমি উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে আলোকসজ্জা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। রানী ভিক্টোরিয়ার জুবলী উপলক্ষ্যেও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয় বা আলোকসজ্জা করা হয়। যাহোক, তিনি বলেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করেছেন তা নিজের মাঝে এক প্রজ্ঞার দিক রাখে, যেভাবে মু'মিনের প্রতিটি কাজে এটি থেকে থাকে। আলোকসজ্জা যখন ব্যাপক পরিসরে করা হয় এবং প্রত্যেক ঘরে আলোকসজ্জা করা আবশ্যক আখ্যা দেয়া হয় আর এত বেশি ব্যয় করা হয় যে, এর সত্যিকার কোন উপকারী দিক সামনে আসে না তখন তা অবৈধ। হ্যাঁ, দেশীও এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে বা যেখানে বেশি আলোর প্রয়োজন সেখানে যদি এটি করা হয় তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেভাবে হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে মসজিদে অধিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মসজিদ এমন একটি স্থান যেখানে বেশি আলোর প্রয়োজন রয়েছে কেননা মানুষ সেখানে কুরআন করীম তিলাওয়াত করে বা অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদি পাঠ করে থাকে, তাই হযরত উমর (রা.) যদি মসজিদে অধিক আলোর ব্যবস্থা করে থাকেন তার পিছনে একটা যুক্তি আছে বা হিকমত আছে, নতুবা আমরা দেখেছি, ইসলামে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ যেভাবে করা হয় তা হলো এটি এমনভাবে করা উচিত যাতে মানব জাতির অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। ঈদের সময় কুরবানী করা হয় যেন গরীবরা মাংস পায়। ঈদুল ফিতরের সময় ফিতরানার মাধ্যমে গরীবদের সাহায্য করা হয়। সুতরাং ইসলাম যেখানেই উদযাপনের নির্দেশ দি য়েছে সেখানে এ কথার ওপরও জোর দিয়েছে যে, এটি এমনভাবে উদযাপন করা উচিত যেন দেশ ও মানব জাতির সমধিক কল্যাণ সাধন হয় কিন্তু আলোকসজ্জার মাধ্যমে এমন কোন উপকার হওয়া সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে আলোকসজ্জা করিয়েছেন তার সাথে একটি রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল। অনুরূপভাবে তিনি অনেক সময় আমাদেরকে বাজি বা পটকা কিনে দিতেন যেন বাচ্চারা আনন্দিত হয়। তিনি বলতেন, গন্ধক জ্বললে জীবানু মারা যায়। তাই শুধু বাচ্চাদের আনন্দিত করার জন্য নয় বরং আতশবাজীতে গন্ধক থাকে যা জ্বললে বায়ু পরিস্কার হয়, তাঁর এমনটি করার এটিও একটি কারণ ছিল। তিনি বেশ কয়েকবার আমাদেরকে পটকা এবং ফুলঝুরি ইত্যাদি কিনে দিয়েছেন। যদিও এটি এক ধরণের অপব্যায় কিন্তু এতে সাময়িক উপকারিতা রয়েছে। এতে বড় ধরণের উপকারিতা না থাকলেও অন্তত পক্ষে বাচ্চারা আনন্দিত হত। বাচ্চাদের আবেগ-অনুভূতিকে চাপা দিলে যে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তা থেকে রক্ষা হত। কিন্তু তিনি পুরো জামাতকে আতশবাজির নির্দেশ দেননি, এটি বলেন নি যে, তোমরা আতশবাজি কর। হ্যাঁ শিশুরা কোন সময় তা করলে কোন ক্ষতি নেই। আর বায়ু পরিস্কার করার উদ্দেশ্যে যদি তা করা হয় তাহলে উভয় স্বার্থসিদ্ধি হয়, শিশুরাও আনন্দিত হয় আর বায়ুও পরিস্কার হয়। বাচ্চারা যদি কিছুটা বিনোদনের সুযোগ পায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। তাদের আবেগ অনুভূতিকে নির্দয়ভাবে পিষ্ট করা উচিত নয়। শিশুদের মাঝে এই অনুভূতিও থাকা চাই যে, তাদের ক্রীড়া-কৌতুকের যে বয়স এই বয়সে ইসলাম তাদের বৈধ দাবির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। যেমন আলোকসজ্জা এবং আতশবাজি ইত্যাদি যেখানে তাদের সামগ্রিক আনন্দের অংশীদার করে সেখানে এতে দেশের সাথে এক সম্পৃক্ততাও প্রকাশ পায় আর এভাবে শিশুদের বিনোদনেরও ব্যবস্থা হয়। স্থান-কাল ভেদে ভারসাম্য বজায় রেখে বিনোদন বারণ নয় কিন্তু শৈশবেই বাচ্চাদের সামনে স্পষ্ট করা উচিত যে, ইসলামী শিক্ষার গন্ডি এবং দেশীয় আইনের গন্ডিতে থেকেই আমরা সব কিছু করি এবং করব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর শৈশবের দু'টো ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমার সব সময় মনে থাকে, আমি তখন এক ছোট বালক ছিলাম, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুলতান যান, তখন আমিও তাঁর সফর সঙ্গী ছিলাম। ফিরতি পথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোরে অবস্থান করেন, সেই দিনগুলোতে সেখানে মোম নির্মিত মূর্তি প্রদর্শিত হচ্ছিল, অর্থাৎ মোম দ্বারা মূর্তি বানানো হতো যার মাধ্যমে বিভিন্ন বাদশাহ্ এবং তাদের রাজ দরবারের সচিত্র ছবি উপস্থাপন করা হতো। শেখ রহমতুল্লাহ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, এটি একটি শিক্ষনীয় বিষয় এবং এমন তথ্য বহুল বিষয় যাতে ইতিহাস সম্পর্কে জানানো হয়, আর যেহেতু এটি শিক্ষনীয় বিষয় তাই আপনিও দেখার জন্য চলুন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেতে অস্বীকার

করেন। এরপর তিনি আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যে, আমি যেন গিয়ে এসব মূর্তি দেখে আসি। আমি যেহেতু তখন এক বালক ছিলাম তাই আমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পেছনে পড়ে যাই যে, আমাকে এই মূর্তি দেখানো হোক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার পীড়াপীড়ির কারণে আমাকে সাথে নিয়ে সেখানে গেছেন বা নিয়ে যেতে রাজী হয়েছেন যে, অনেকেই এর প্রশংসা করে আর এটি একটি শিক্ষনীয় এবং ঐতিহাসিক বিষয়, এটি দেখতে কোন অসুবিধা নেই। কেবল বাচ্চার পীড়াপীড়ির কারণেই চলে যান নি। যদি তিনি মনে করতেন যে, এটি এমন একটি কাজ যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী তাহলে বাচ্চা পীড়াপীড়ি করলেও তিনি যেতেন না। এটি যেহেতু শিক্ষনীয় বিষয় ছিল তাই তা দেখার জন্য বাচ্চাকে সাথে নিয়ে যান।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দ্বিতীয় ঘটনা যা আমার মনে পড়ে তা হলো মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব অথবা তাঁর কোন সন্তান অসুস্থ ছিল যাকে দেখার জন্য তিনি গিয়েছিলেন। শহরের ভিতর থেকে যখন মসীহ্ মওউদ (আ.) ফিরে আসছিলেন, তখন সুনেহ্রী মসজিদের সিড়ির কাছে একটা বড় ভীড় দেখি যারা গালি দিচ্ছিল । মসীহ্ মওউদ (আ.) এর গাড়ী যখন পাশ দিয়ে যায় তখন ভীড় দেখে আমি ভাবলাম এটি হয়তো কোন মেলা হবে। আমি দৃশ্য দেখার জন্য গাড়ী থেকে মাথা বের করি, তখনকার সেই ঘটনা আজও আমি ভুলি নি। আমি দেখেছি এক ব্যক্তি যার হাত কাটা ছিল এবং তাতে হলুদ লাগিয়ে পট্টি বাধা ছিল, সে গভীর উত্তেজনার সাথে তার কাটা হাত দ্বিতীয় হাতের ওপর মেরে মেরে বলছিল যে, মির্যা পালিয়ে গেছে, মির্যা পালিয়ে গেছে। তিনি বলেন, দেখ! এক ব্যক্তি আহত, তার হাতে পট্টি বাধা কিন্তু বিরোধিতার আতিশয্যে সে মনে করে যে, আমি আমার কাটা হাত দ্বারাই নাউযুবিল্লাহ্ আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করব, নির্মূল করব, মিটিয়ে দেব বা আহমদীয়াতকে দাফন বা কবরস্ত করব। এটি কত ভয়াবহ শত্রুতা যা মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করে। মানুষ যেন কাদিয়ান না আসে আর আহমদীয়াতকে গ্রহণ না করে এর জন্য হেন কোন ষড়যন্ত্র নেই যা তারা করেনি। আহমদীদের মাঝে অনেক মানুষ এমন আছে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে কাদিয়ান আসার উদ্দেশ্যে বাটালা পর্যন্ত আসে কিন্তু মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাদেরকে ফেরত পাঠায়। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, মৌলভী আব্দুল মাজেদ ভাগলপুরী সাহেবও এই কারণে প্রথমদিকে আহমদীয়াত গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকেন। তিনি যখন বাটালা আসেন মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাকে প্ররোচিত করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আর এটিই মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর নিত্যদিনের ব্যস্ততা ছিল, সে প্রত্যেক দিন রেলষ্টেশনে পৌঁছে যেত আর যেসব মানুষ কাদিয়ান আসার উদ্দেশ্যে ট্রেন থেকে নামতো তাদেরকে বলতো যে, কাদিয়ান গিয়ে কি করবে? সেখানে গেলে ঈমান নষ্ট হবে। অনেকেই তাকে আলেম মনে করে ফিরে যেত। আর মনে করত যে, মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন যা বলছে সত্যই হবে। এসব কিছুই মৌলভীদের বিরোধিতার ফলশ্রুতি ছিল, তারা জনসাধারণকে এতটাই বিভ্রান্ত করে যে, সেই হাত কাটা ব্যক্তিও নারাবাজি করছিল।

যাহোক, এসব আলেমরা তাদের চেষ্টা করে আসছে কিন্তু তবুও জামা'তের উন্নতি অব্যাহত ছিল। আর আজও এরা এমন অপচেষ্টা করছে এবং করবে কিন্তু ঐশী তকদীর হলো মহানবী (সা.) এর এই নিবেদিত প্রাণ দাসের জামাত উন্নতি করছে এবং করে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন নিজেদের মাঝে সেই সত্যিকার পরিবর্তন আনয়ন করতে পারি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চান এবং প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত যেন আমরা স্থাপন করতে পারি, নিজেদের ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তাধারাকে আলোকিত করার চেষ্টা করুন, আর হৃদয়কে তাকওয়ায় পরিপূর্ণ করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 22nd April, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B